30 Years abha
IVF & Gynaecological Expert

ব্লসম

নিউজ লেটার

জুলাই, 2025

এডিশন 1 | ভলিউম 4 | জুলাই 2025

30 Years abha
IVF & Gynaecological Expert

BLOSSOM
NEWSLETTER
JULY, 2025

একটি স্বপ্ন, পরিণত হয়েছিল আশার যাত্রায়

একটি উপদেশ আজও আমি আমার হৃদয়ে লালন করি

"স্বপ্নের সঙ্গে আসা প্রতিবন্ধকতার কারণে হাল ছেড়ে দিও না।"

ডাঃ বাণী কুমার মিত্র
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পরামর্শদাতা, আভা সার্জি সেন্টার

ইংল্যান্ড থেকে ১৯৯৩তে ভারতে ফিরে আসার পরই এই কথাগুলি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। সেসময় আমি যুবক ছিলাম, পেশাগত দিক থেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম এক সন্ধিক্ষণে, কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে সেটি নিয়ে আমি অনিশ্চিত ছিলাম! সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে, আমার জীবনের গতিপথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন দু'জন পরামর্শদাতা – একজন আমার প্রয়াত শ্বশুরমশাই ডা. কে.কে. দাস এবং অন্যজন আমার শিক্ষক, অধ্যাপক বি.এন. চক্রবর্তী। প্রধানত তাঁদের সাহচর্য ও অনুপ্রেরণাই আমাকে চিকিৎসার গণ্ডি পেরিয়ে এক বৃহত্তর লক্ষ্যের পথে নিয়ে যায় -যেটি বন্ধ্যাত্বের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে চলা দম্পতিদের আশা পুনরুদ্ধারের জন্য নির্ধারিত একটি পথ। যে পথ এমন নীরবতা, সমাজের অপমান এবং হতাশা দূর করতে সাহায্য করে।

সেই স্বপ্ন থেকেই শুরু হল আভা সার্জি সেন্টার।

এ বছর তিন দশক উদযাপনের মুহূর্তে, হৃদয়জুড়ে অনুভব করি গভীর কৃতজ্ঞতা। সম্প্রতি আমরা প্রথমবার 'অন্যতমা – অন্য নারীর গল্প সম্মান'- এই পুরস্কারের মাধ্যমে আমাদের এই মাইলফলকটি চিহ্নিত করেছি, যেখানে চারজন অসাধারণ কৃতি নারীকে সম্মানিত করা হয়েছে, যাদের জীবন কথায় রয়েছে সাহস, প্রতিশ্রুতি, রূপান্তর এবং প্রাণোচ্ছলতার উদাহরণ।

এই সন্ধ্যেটি প্রাণবন্ত এবং স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল। আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, আমাদের অনেক বন্ধু, সহকর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষী - যারা বহু বছর ধরে আমাদের পাশে থেকে সমর্থন করে আসছেন। অতি পরিচিত মুখগুলি দেখে আমার মনে পড়ে গেল, আভা সার্জি সেন্টার সব সময়েই একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার উদাহরণ - যা অভিন্ন বিশ্বাস, প্রতিশ্রুতি এবং উদ্দেশ্য যার তিন স্তম্ভ।

অর্থবহ অন্য যে কোন যাত্রার মতো, আমাদের এই অভিযাত্রাও যুগপৎ সাফল্য লাভ করেছে, এবং পরীক্ষারও সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের সামনে এমন কিছু সময় এসেছিল যখন আশা একরকম অধরা বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু মনিটরে হৃদস্পন্দনের ছন্দ, নবজাতকের কান্না, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করা বাবা-মায়ের চোখে আনন্দের অশ্রু - এমন কিছু অসাধারণ মুহূর্ত আমাদের সামনে এসেছে যা সব অপেক্ষা, সব কষ্টকে এক নিমেষে অর্থপূর্ণ করে তুলেছে।

আজ যখন কলকাতা এবং কিছুটা ভারত জুড়ে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশ জুড়ে যখন আমরা আমাদের এই 'আভা বেবি' সম্পর্কে শুনি, সেসময় আমাদের এই উদ্যোগের প্রভাব আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। স্নেহসিক্ত ডাকে 'বড় দা' নামে পরিচিত আমাদের প্রথম আইভিএফ শিশু, সদ্য ১৮ বছরের হল। অথচ এটি এখনও গতকালের কথার মতোই মনে হয় – এটি এমন একটি মুহূর্ত যা একই সঙ্গে একটি পরিবারের ভবিষ্যতকে নতুন রূপ দিয়েছে এবং আমাদের ভবিষ্যতকে পুনর্নির্মাণ করেছে।

আমি ভাগ্যবান যে, এই গোটা যাত্রাপথ জুড়ে আমার পাশে ছিলেন ডা. কোঙ্কণ মিত্র – প্রতিটি অর্থেই তিনি আমার সঙ্গী। একসঙ্গে মিলে, আমরা এই কেন্দ্রটিকে যত্ন, সংকল্প এবং সহানুভূতি এবং একটা যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'ফার্টিলিটি কেয়ার' কী হতে পারে এই বিষয়টিকে লালন করেছি। অন্যতমা পুরস্কার মঞ্চে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে যখন আমরা যারা নিজেদের অধিকার অর্জনে, সমস্ত বাঁধা ভেঙেছেন এমন নারীদের কৃতিত্ব উদযাপন করছি, তখন মনে হল—এই বিশ্বাস আর মূল্যবোধই আমাদের এতদূর এনেছে, আর এটাই আমাদের আগামী পথও গড়ে দেবে।

এই মুহূর্তে যা লিখছি, তা শুধু শব্দ নয়—এ এক হৃদয়ের ভাষা। আজ প্রতিটি দম্পতি যারা আমাদের আশার আলো দেখিয়েছেন, প্রতিটি সহকর্মী যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং প্রতিটি কাহিনী যা আমাদের জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে – এদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, অভিনন্দন।

আভা সার্জি সেন্টার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—উন্নত বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসাকে সেই সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে, যাঁদের তা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আমাদের কাছে আসা প্রতিটি দম্পতি কেবল একজন রোগীই নন – তাঁরা আসলে আমাদের এই প্রতিশ্রুতির একটা অংশ। প্রতিদিন আমরা সহানুভূতি, নিষ্ঠা এবং সততার সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করি।

অতএব সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে সৌন্দর্য এবং সফলতার দিকে আমাদের এই অভিযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

30 Years Aabha
IVF & Gynaecological Expert

BLOSSOM
NEWSLETTER
JULY, 2025

জীবনের জন্য উপহার: ডিম্বাণু দান এবং আইভিএফ

বিশ্ব আইভিএফ দিবসে বিজ্ঞান, সহমর্মিতা এবং সংযোগের উদ্‌যাপন

শুধুমাত্র বিজ্ঞানের একটি যুগান্তকারী বিপ্লবই নয় বরং একটি গভীর মানবিক যাত্রা আমরা আজ উদযাপন করি 'বিশ্ব আইভিএফ দিবস'-এ। এই অসাধারণ যাত্রার মধ্যে একটি হল ডিম্বাণু প্রদান, এটি এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে একজন মহিলা অন্য একজন মহিলাকে গর্ভাবস্থা, প্রসব এবং মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ করে দেন।

কেবলমাত্র একটি চিকিৎসা পদ্ধতির চেয়েও এটি অনেক বেশি কিছু। এই পদ্ধতি সুন্দর সহানুভূতির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

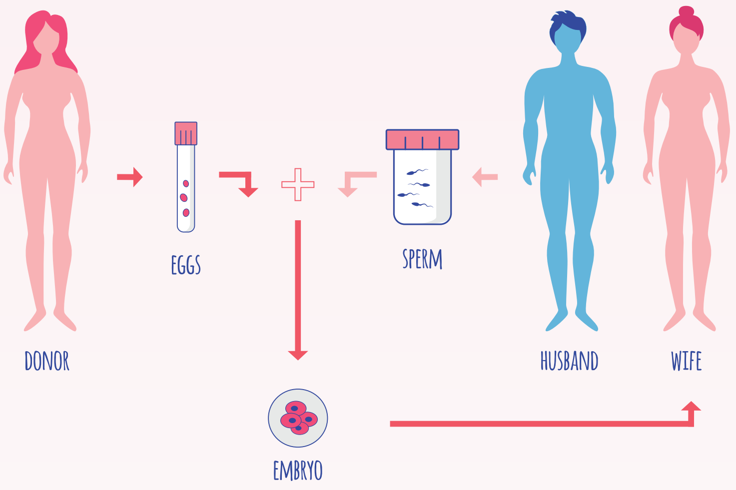

ডিম্বাণু প্রদান কী?

যখন একজন সুস্থ মহিলা তাঁর ডিম্বাণু অন্য একজন মহিলার জন্য দান করেন, যে মহিলা নিজে সুস্থ ডিম্বাণু উৎপাদন করতে সক্ষম নাও হ'তে পারেন, তিনি এই আইভিএফ (In Vitro Fertilization) পদ্ধতির মাধ্যমে সুস্থভাবে নিজেই সন্তান ধারণ করতে পারেন।

এই পদ্ধতি সেই সব মহিলাদের জন্য সুপারিশ করা হয়:

- যাদের ডিম্বাণুর মান খারাপ অথবা ডিম্বাশয়ের ব্যর্থতা আছে।
- যারা ডিম্বাশয়ে অস্ত্রোপচার বা কোন চিকিৎসা করিয়েছেন।
- যারা কোনরকম জেনেটিক রোগে ভুগছেন।
- যাদের মাতৃত্বকালীন বয়স বেশি।

বহুজনের কাছে, এই পদ্ধতিই তাঁদের সন্তান ধারণের একমাত্র পথ।

ডিম্বাণু প্রদান যাত্রা।

প্রাপকদের জন্য করনীয়:

১. স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরামর্শ।
২. দাতা র সঙ্গে মিল (শারীরিক বৈশিষ্ট্য, স্বাস্থ্য, জেনেটিক্সের ওপর ভিত্তি করে)।
৩. হরমোন ব্যবহার করে শারীরিক চক্র সিঙ্ক্রোনাইজেশন।
৪. ডিম্বাণু আহরণ এবং সেটি নিষেককরণ।
৫. ভ্রূণ স্থানান্তর।
৬. গর্ভাবস্থা পরীক্ষা (~২ সপ্তাহ পরে)।

ডিম্বাণু দাতাদের জন্য:

১. যোগ্যতা পরীক্ষা (বয়স ২১-৩৫, সুস্থ হতে হবে)।
২. তাঁর চিকিৎসা এবং মনস্তাত্ত্বিক স্ক্রিনিং।
৩. হরমোনের উদ্দীপনা (১০-১৪ দিনের জন্য ওষুধ প্রয়োগ করে দেখা)।
৪. আল্ট্রাসাউন্ড দ্বারা পর্যবেক্ষণ।
৫. ডিম্বাণু সংরক্ষণ (বহির্বিভাগে সামান্য চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে)।
৬. পুনরুদ্ধার এবং ফলো-আপ (সাধারণত পরদিন থেকেই স্বাভাবিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা যায়)।

ডিম্বাণু দান কেন গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাপকদের জন্য:

- গর্ভাবস্থার অভিজ্ঞতা: তাঁদের সন্তানকে বহন করা এবং সুস্থভাবে জন্ম দান করা।
- আইভিএফ-এ উচ্চতর সাফল্যের হার: বিশেষ করে বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে।
- আবেগপূর্ণ পরিপূর্ণতা: ডিএনএ নির্বিশেষে এ এক শক্তিশালী মাতৃত্বের বন্ধন।

দাতাদের জন্য:

- এর মধ্যে রয়েছে দানের আনন্দ: কাউকে পরিবার শুরু করতে সহায়তা করা।
- স্বাস্থ্য সচেতনতা: উর্বরতা শক্তির গভীর পরীক্ষা।
- নৈতিক দাবিপূরণ: (অঞ্চল, সময় এবং প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে)

ডিম্বাণু দানের বিষয়ে আমাদের চারপাশের মিথগুলো ভেঙে ফেলা।

ভয় এবং ভুল বোঝাবুঝির কারণে আজও অনেকেই ডিম্বাণু দানকে গ্রহণ করতে পারেন না। আসুন বিষয়টি পরিষ্কার করি:

- 'দাতার দানে গর্ভবতী হলে আমি কি সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন বোধ করব?' বেশিরভাগ মা তাদের শিশুর সঙ্গে তাৎক্ষণিক এক বন্ধনের কথা জানান – কিন্তু ডিএনএ কখনই ভালোবাসাকে সংজ্ঞায়িত করে না।
- 'ডিম্বাণু দান কি আমার নিজের উর্বরতার উপর প্রভাব ফেলবে?' উত্তর হবে 'না'। যে ডিম্বাণু সংগৃহীত হল, একটি শারীরিক চক্রের সময় স্বাভাবিকভাবেই সেটি শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে।
- 'এই পদ্ধতির নির্ণয় বা এর গোপনীয়তা কেমন?' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই গৃহীত পদ্ধতির গোপনীয়তা এবং পরিচয় গোপন রাখার বিষয়টি কঠোরভাবে মেনে চলা হয়।
- 'এটা কি নিরাপদ?' উত্তর 'হ্যাঁ', এই পদ্ধতিটি চিকিৎসাগতভাবে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং এতে দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকিও খুবই কম।

মনে রাখতে হবে, ডিম্বাণু দান মানে মাতৃত্ব কেড়ে নেওয়া নয়; বরং এটি অন্য কাউকে 'মা' হওয়ার জন্য একটি সুযোগ তৈরি করে দেওয়া।

এই কাজের জন্য একটি সংবেদনশীল আহ্বান:

এই বিশ্ব আইভিএফ দিবসে, আসুন আমরা অঙ্গীকার করি:

- যেসব নারী দাতা হন – এক্ষেত্রে তাঁরা হলেন নীরব পরিবর্তনকারী।
- ডিম্বাণু গ্রহীতা নারীরা তাঁদের সাহস এবং নমনীয়তার প্রতীক।

আপনি আশাবাদী পিতামাতা অথবা সম্ভাব্য দাতা- দু'য়ের একটি হলে, মনে রাখবেন

ডিম্বাণু দান, বিজ্ঞানের সত্যের চেয়েও বেশি কিছু, আসলে এটি একটি উপহার। একটি সংযোগ নির্মাণ। একটি সফল ভবিষ্যৎ।

ফার্টিলিটি ক্লিনিকের নিভৃত কোণে, যেসব মহিলারা কখনও সাক্ষাৎ করতে পারেন না ... তাঁরাই আসলে একে অপরের জীবনকে বদলে দেয় চিরতরে, ভালবাসার বন্ধনে।

পর্দার পেছনের কাহিনী

আভা ব্র্যান্ড ফিল্মের নির্মাণ পর্ব

অভিনয়ে – শ্রীমতি গার্গী রায় চৌধুরী

‘অন্যতমা - অন্য নারীর গল্প’ পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে আভা সার্জি সেন্টার উদযাপন করছে ৩০ বছর পূর্তি। এই সম্মান অপরিচিত কৃতী নারীদের আলোকপ্রাপ্ত করে।

নারী স্বাস্থ্যসেবায় তিন দশকের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ, আভা সার্জি সেন্টার তাদের ৩০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজন করেছিল একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই স্মরণীয় বছরটি উদযাপন করতে আভা সার্জি সেন্টার প্রস্তুত করেছে ‘আভা সার্জি সেন্টার প্রেজেন্ট্স অন্যতমা - অন্য নারীর গল্প’ শীর্ষকে একটি অনন্য সম্মান প্রদানের উদ্যোগ, যেটি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যতিক্রমী অথচ আড়ালে থাকা নারীদের ওপরে আলোকপাত করে।

তাজ বেঙ্গলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, শরণার্থী ও পুনর্বাসন দফতরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন মঞ্চে উপস্থিত থেকে তিনি পুরস্কারপ্রাপ্তদের একজনকে সম্মানিত করেন। ব্যতিক্রমী নারীদের সাহস, মর্যাদা এবং সামাজিক প্রভাবের গল্প উদযাপন করার জন্য এদিনের অনুষ্ঠানটি ছিল গর্ব এবং অনুপ্রেরণার। এখানে অংশ নিয়েছিলেন বহু দর্শক এবং বিশিষ্টজন।

শ্রীমতী প্রতিমা পোদ্দার, শ্রীমতী টুম্পা দাস, শ্রীমতী তানিয়া সান্যাল এবং শ্রীমতী দেবযানী মুখার্জি – এই চারজন কৃতি নারী এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে এদিন সম্মানিত হলেন। এদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য। এই নারীদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং সামাজিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে নিজেদের জীবনে এনেছেন অর্থপূর্ণ পরিবর্তন। একইসঙ্গে তাঁদের নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রম অনুপ্রাণিত করেছে অন্যদেরও। এই অসাধারণ প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ, তাঁদের প্রত্যেককে একটি সুদৃশ্য ট্রফি, সম্মাননাপত্র এবং নগদ ৫০,০০০/- টাকা অর্থমূল্য প্রদান করা হয়েছে।

কেবল মা হিসেবেই নয়, বরং তাঁদের নিজস্ব পরিবর্তনের বাহক হিসেবেও আভা সার্জি সেন্টার প্রবর্তিত পুরস্কারগুলি এই অসামান্য নারীদেরকে সমর্থন এবং ক্ষমতায়নের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতির প্রতিফলনকে চিহ্নিত করে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের নারীদের সঙ্গে বছরের পর বছর ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ফলে, সেন্টারটি এই ধরণের একটি মঞ্চ নির্মাণ করতে উদ্যোগী হয়েছে, যেখানে এই ধরণের অনুপ্রেরণামূলক ঘটনাগুলি আলোকিত হয়ে উঠবে। এই ধরণের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি বার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে ‘অন্যতমা’ উদ্যোগটি নির্মাণ করা হয়েছে, যার লক্ষ্য সাহস, উদ্দেশ্য এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে নেতৃত্বপ্রদানকারী নারীদের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সমাজে একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব নির্মাণ করা যায়।

এদিনের বর্ণময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্টজন, যাদের মধ্যে ছিলেন পদ্মভূষণ, কিংবদন্তী গায়িকা শ্রীমতী ঊষা উত্থুপ, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রীমতী নন্দিতা রায়, বিখ্যাত মণিপুরী নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী প্রীতি প্যাটেল, ভারতের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার কলেজ অধ্যক্ষ শ্রীমতী মানবী বন্দোপাধ্যায়, লরেটো কলেজের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ড. সিস্টার এ নির্মলা এবং বিড়লা ভারতী স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীমতী অপালা দত্ত। সেদিনের সন্ধ্যায় এমত বিশিষ্ট মানুষদের উপস্থিতি, সংহতি এবং ভ্রাতৃত্বের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।

কেবল ব্যক্তিগত অর্জনকেই এই অনুষ্ঠান সম্মানিত করেনি, বরং ঐতিহ্যের দিক থেকে নারীর কাজের উপেক্ষিত ক্ষেত্রগুলি ঘিরে বৃহত্তর সামাজিক স্বীকৃতি সম্পর্কে পর্যালোচনা শুরু করার লক্ষ্যও রেখেছিল সংস্থাটি। একই সঙ্গে, এই সফল নারীদের যাত্রাপথ তুলে ধরে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা এবং নারীর ক্ষমতায়নের শক্তি আর বিশ্বাসকে নিশ্চিত করার পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর শিল্পী পদ্মভূষণ শ্রীমতী ঊষা উত্থুপের প্রাণবন্ত 'লাইভ' সংগীত পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। কিংবদন্তী শিল্পীর প্রাণশক্তি এবং উষ্ণতা এই সন্ধ্যা উদযাপনে এক স্বর্ণালী মুহূর্ত সংযোজন করে। মনোমুগ্ধকরভাবে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী গার্গী রায়চৌধুরী, যিনি আভা সার্জি সেন্টারের নতুন ব্র্যান্ড তথ্যচিত্রের প্রধান মুখ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রীসপ্তাশ্ব বসু পরিচালিত এই ছবিটি এদিনই মুক্তি পায় এবং সকলের প্রশংসা লাভ করে।

শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, চিকিৎসক, চিকিৎসা জগতের সঙ্গে যুক্ত মানুষ, গণমাধ্যমের কর্মী এবং আভা সার্জি সেন্টারের অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীরা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শুধুমাত্র শহরের একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই নয় বরং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি শক্তিশালী ভাষ্য হিসেবেও আভা সার্জি সেন্টারের উত্তরাধিকারে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে' অন্যতমা – অন্য নারীর গল্প' সম্মান। এই পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে, আভা সার্জি সেন্টার সেই সমস্ত নারীদের সমর্থন, উত্তরণ এবং উদযাপনের প্রতি নিষ্ঠায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে যারা প্রায়শই অনুপ্রাণিত হয়ে একেবারে প্রান্তিক স্তর থেকে নেতৃত্ব দেন এবং তাঁরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে সেই কাহিনী দূর-দূরান্তে বলার যোগ্য হয়ে ওঠেন।

ব্র্যান্ড নেতৃত্বের বক্তব্য

ডা. কঙ্কন দাস মিত্র
সহ-প্রতিষ্ঠাতা, আভা সার্জি সেন্টার

আভা সার্জি সেন্টার আজ যখন তার নিবেদিতপ্রাণ ৩০ বছরের সেবা উৎসব উদযাপন করছে, সে সময় এই মাইলফলক কেবল একটি উদযাপনের চেয়েও অনেক বেশি কিছু – অর্থাৎ দীর্ঘ এই যাত্রার অংশ হওয়া সকলের সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি, প্রাণোচ্ছলতা এবং অবিচল মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এই উদযাপন।

বিগত কয়েক দশক ধরে এই কেন্দ্রটি তার দলগত নিষ্ঠার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এখানে ডাক্তার, নার্স থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্মী, প্রতিটি সদস্য তাঁদের আন্তরিকতা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে এই উৎকর্ষতায় তাঁদের অবদান রেখেছেন। তাঁদের প্রকৃত নিষ্ঠা, আমাদের বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে এবং এরাই এই সাফল্যের পিছনে প্রকৃত চালিকাশক্তি।

আমরা আমাদের এই কেন্দ্রের চিকিৎসা সহকর্মীদের প্রতিও গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, যারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, বিশেষ করে যখন দ্রুত এবং গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছে, সেসময়। তাঁদের সমর্থন ও সহায়তা আমাদের পরিষেবার গুণগত মান এবং সততা বজায় রাখতে প্রভূত সাহায্য করেছে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকারী অংশীদাররাও বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, তাঁরা প্রয়োজনীয় আইভিএফ ওষুধ, ডিসপোজেবল এবং উন্নত সরঞ্জামের ধারাবাহিক সরবরাহ নিশ্চিত করেছে – কারণ আমাদের ক্লিনিকাল পরিষেবাগুলির সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য এগুলি একটি জীবনরেখা স্বরূপ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমরা সেই সমস্ত রোগীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা রেখেছেন। আভা'র প্রতি তাঁদের সুগভীর আশা, সাহস এবং প্রবহমান বিশ্বাস আমাদের কাজের সবচেয়ে শক্তিশালী উদাহরণ হিসাবে রয়ে গেছে।

অতীতের প্রতিফলন এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি – উভয়দিক দিয়েই এই ৩০ বছরের যাত্রাপথ সমার্থক। সামনের দিকে তাকালে এই প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, নতুন উদ্ভাবনকে আত্মস্থ করে নিতে এবং নতুন প্রতিভাকে লালন করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মূল লক্ষ্যে আমাদের চলার পথে সহানুভূতি নিয়ে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমরা যে সমস্ত পরিবারকে সেবা দান করি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের আশা এবং নিরাময় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের লক্ষ্য অব্যাহত রাখি।

মাননীয়া সুরভী মিত্র

আভা সার্জি সেন্টারের ৩০ বছর পূর্ণ হওয়া আমার জন্য একটি অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত। আমি কেবল এই সংস্থার তৈরি ঐতিহ্যের কথাই ভাবি না, বরং এটি আমার নিজের জীবনের সঙ্গে কত গভীরভাবে জড়িয়ে আছে, ভাবি সেকথাও। অতএব, এটি এমন একটি ব্র্যান্ডের যাত্রা যার সঙ্গে আক্ষরিক অর্থেই আমি বড় হয়ে উঠেছি।

আমার ছোটবেলায়, আমি প্রায়শই আমার বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করতাম কেন তাঁরা অন্য বাবা-মায়ের মতো 'স্বাভাবিক' কাজ করেন না - কেন তাঁরা সবসময় আমার থেকে এত দূরে থাকতেন! সেই সময়ে, আমি বুঝতে পারিনি যে তাঁরা সত্যিই অসাধারণ কিছু তৈরিতে ব্যস্ত - এমন কিছু যা অগণিত নারী এবং তাদের পরিবারের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনেছে।

আজ যখন আমি তাঁদের স্পর্শে নির্মিত অজস্র নতুন জীবন এবং এত মানুষের জন্য তাঁরা যে আনন্দ এনে দিয়েছেন - সেটা দেখি, তখন আমার ভীষণ গর্ব অনুভূত হয়। আমি জানি তাঁদের এই কঠোর সময়সূচীর মধ্যেও, আমার বাবা-মা সবসময় আমার জন্য সময় বের করে নেন। তাঁরা বিভিন্নভাবে আমাকে তাঁদের ভালোবাসা, তাঁদের উপস্থিতি এবং তাঁদের অক্লান্ত সমর্থন দিয়ে এসেছেন।

এবারের এই গুরুত্বপূর্ণ বছর এবং আমাদের বিগত তিরিশ বছরের সাফল্যকে স্মরণীয় করে রাখতে, আমাদের এই বার্ষিক পুরস্কারের উদ্যোগ - 'আভা সার্জি সেন্টার প্রেজেন্টস অনন্যতমা – অন্য নারীর গল্প'-এর সূচনা করেছি, যা আসলে নারীত্বের উদ্‌যাপন। সমগ্র পরিকল্পনাটি কিউরেট করেছেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট জনসংযোগ বিশেষজ্ঞ শ্রী শিলাদিত্য চৌধুরী।

এই উপলক্ষে আমরা, আভা সার্জি সেন্টারের প্রথম ব্র্যান্ড ফিল্মটিরও সূচনা করেছি। সুন্দর ভাবনায় এটি পরিচালনা করেছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রী সপ্তাশ্ব বসু। এই ছবিটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন সুরুচিসম্মত, কৃতি এবং স্বনামধন্য অভিনেত্রী শ্রীমতি গার্গী রায় চৌধুরী।

প্রতি বছর আভা সার্জি সেন্টার উপস্থাপন করবে 'অনন্যতমা – অন্য নারীর গল্প', যা নীরব যোদ্ধাদের সম্মান জানাবে, আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে এবং আমাদের মনে করিয়ে দেবে – প্রত্যেকটি সাফল্যের পেছনে থাকে এমন একটি গল্প, যেটি উদযাপন যোগ্য।

30 Years abha
IVF & Gynaecological Expert

BLOSSOM
NEWSLETTER
JULY, 2025

মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য

আভা সার্জি সেন্টার এর ৩০টি উল্লেখযোগ্য বছর পূর্ণ করার সঙ্গে, ডা. বাণী কুমার মিত্র এবং ডা. কঙ্কণ দাস মিত্রের নিরবিচ্ছিন্ন অবদানের সাক্ষী হতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত, প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সংস্থার যাত্রায় এনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছেন। এই অর্থবহ উদ্যোগের ধারণা গ্রহণের মধ্যে দিয়েই নারীর ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সুরভী মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিশ্রুতিতে অপরিসীম গর্ব রয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জনের জন্য আভা সার্জি সেন্টারকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

'অন্যতমা" উদ্যোগটি সত্যিই এই নামকরণের সঙ্গে মিলে যায়, প্রকৃতপক্ষে নারীরা সমাজকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করার বহুমুখী উপায় উদযাপন করে। তাঁদের এই কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া সত্যিই একটি অসাধারণ উদযাপন এবং ভবিষ্যতে অধীর আগ্রহে আরও অনেক অনুপ্রেরণামূলক ঘটনা প্রত্যাশা করি। একই সঙ্গে, নারীদের অগ্রগতিকে পুরুষদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন করা এবং তাঁদের উৎসাহিত করা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সকলের জন্য সমাজে বৃহত্তর অগ্রগতি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।

শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ,
ভূমি ও ভূমি সংস্কার, শরণার্থী ও পুনর্বাসন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ব্র্যান্ড কিউরেটরের বক্তব্য

শিলাদিত্য চৌধুরী
কিউরেটর, 'আভা সার্জি প্রেজেন্টস অন্যতমা - অন্য নারীর গল্প'

আভা সার্জি সেন্টারের গৌরবময় ৩০ বছর পূর্তির সঙ্গে এই উদযাপন আমাদের সকলের জন্য আরও একটি গভীর অর্থ বহন করে আনে, যেখানে নারীদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয় এবং যাদের অবদান ও পথচলা এখনও আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। তাঁদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো কেবল প্রশংসনীয়ই নয়, বরং সত্যিকারের উৎসাহব্যঞ্জক। এই সন্ধ্যাটি বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নারীর উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ ছিল, যাদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয়া মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, আইকনিক ঊষা উত্থুপ, চির অনুপ্রেরণাদাত্রী নন্দিতা রায়, সিস্টার নির্মলা, গার্গী রায়চৌধুরী এবং মানবী বন্দোপাধ্যায়। তাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতি এই সন্ধ্যায় উষ্ণতা এবং বিশেষ তাৎপর্য যোগ করে।

আভা'র অবিস্মরণীয় এই পথচলার উদযাপনের অংশ হতে পারা আমার জন্য সত্যিই গভীর গর্বের মুহূর্ত। সুরভী মিত্রকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, যার দূরদৃষ্টি এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই অর্থপূর্ণ উদযাপনকে প্রকৃত অর্থে জীবন্ত করে তুলেছে। এই সন্ধ্যার একটি বিশেষ স্মরণীয় আকর্ষণ ছিল ডা. বাণী কুমার মিত্রের কাজের স্বীকৃতি, যিনি তাঁর নিষ্ঠা এবং অগ্রণী কাজের মধ্যে দিয়ে ১০,০০০-এরও বেশি শিশুকে এই পৃথিবীতে এনেছেন।

এই সন্ধ্যায় 'অন্যতমা'-র সেই সব বিজয়ীদের সম্মান জানানো হয় - যারা সত্যিকার অর্থে শক্তি, সেবা এবং নির্বিকল্প সংকল্পের উদাহরণ। তাঁদের কাহিনীগুলি সেই চেতনার উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে কাজ করে যা আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে।

বিজয়ীদের বক্তব্য

'অন্যতমা'র এই পুরস্কার গ্রহণ আমার কাছে বিনম্র এবং গভীর আবেগের বিষয়। একজন নারী এবং একজন মা হিসেবে আমি প্রায়শই বলে থাকি, আমরা কেবল একজন নারী মাত্র নই, বরং অনেক। আমার নিজের জীবনে, আমি আমার মেয়েদের মধ্যে এর প্রতিফলন দেখতে পাই। যদিও তারা এখনও ছোট, তারা সূর্যের রশ্মির মতো - আমার পথ আলোকিত করে, আমাকে প্রতিদিন অনুপ্রাণিত করে এবং আমাকে এমন স্বপ্নের পিছনে ছুটতে শক্তি দেয় যা আমি কখনও ভাবিনি।

শ্রীমতী দেবযানী মুখার্জী
প্রতিষ্ঠাতা - নানিঘর

আমাদের অনেকের কাছেই, আমাদের সন্তানরা আমাদের নিজস্ব পৃথিবীর হৃদয়। আর যেসব মহিলারা সন্তান কামনা করেন কিন্তু সন্তান ধারণ করতে অক্ষম, তাঁদের এই যন্ত্রণা কতটা গভীর এবং নীরব হ'তে পারে সেটা আমি বুঝতে পারি। এ এমন এক যন্ত্রণা যা প্রায়শ অদৃশ্যই থাকে, কিন্তু এটি খুবই বাস্তব। যারা এর সম্মুখীন হন এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি দিয়ে, অন্যদের সহায়তা বা বিজ্ঞানের অলৌকিক কাজের মাধ্যমেই তা কাটিয়ে ওঠেন, তাঁরা পবিত্র কিছু বিষয় অনুভব করেন। এই যাত্রায়, আভা সার্জি সেন্টার এক আলোকবর্তিকার আলো হয়ে উঠেছে। তাদের অবিশ্বাস্য পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে জন্ম নেওয়া এবং নিঃসন্তান দম্পতিদের আনন্দ দেওয়া ১০,০০০-এরও বেশি শিশুর জন্ম নিঃসন্দেহে একটি বড় অবদান।

আমি আভা সার্জি সেন্টার, ডা. বি.কে মিত্র, ডা. কঙ্কণ মিত্র এবং শ্রী সুরভী মিত্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, যাদের উপস্থিতি, উদ্দেশ্য এবং সহানুভূতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে 'অন্যতমা' কেবল একটি গল্প বা একজন মহিলার কথাই নয় - এটি আমাদের সকলের কথা। গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি এই পুরস্কারগুলি আমাদের জন্য আরও কিছু বার্তা নিয়ে আসে – এটি আমাদের দায়িত্বেরও স্মারক। ক্রমাগত পথ চলার জন্য এটি একটি স্মারক। এমন কি খুব কঠিন সময়েও কাজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান।

এই অবিস্মরণীয় এবং অর্থবহ মুহূর্ত তৈরির জন্য পুরো দলকে ধন্যবাদ। এটি কেবল একটি পুরস্কার নয় - আমরা কে, আমরা কী জয় করেছি এবং এখনও আমাদের আর কী করার আছে এই সম্মান সেকথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

তানিয়া সান্যাল
ভারতের প্রথম
মহিলা বিমান দমকলকর্মী

আজ সন্ধ্যায় এখানে আসতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত, এই উপলক্ষে এমন একটি অর্থবহ এবং নারী ক্ষমতায়ণমূলক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আভা সার্জি সেন্টারের পুরো দলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এই অনুপ্রেরণামূলক অনুষ্ঠানের অংশ হতে পারাটা আমার জন্য সম্মান এবং সৌভাগ্যের। সমাজে তাঁদের কাজের মধ্যে দিয়ে অনন্য উপায়ে পরিবর্তন আনছেন এমন অনেক উল্লেখযোগ্য নারীর সঙ্গে 'আভা সার্জি প্রেজেন্টস অন্যতমা - অন্য নারীর গল্প' পুরস্কারে সম্মানিত হ'তে পেরে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার গভীর বিশ্বাস থেকে একটি বার্তা এই মুহূর্তটিতে আমি ভাগ করে নিতে চাই, নারী হিসেবে আমাদের সামনে প্রায়শই যে শারীরিক, সামাজিক এবং মানসিক বাধাগুলি আসে আমাদের অবশ্যই সেগুলি থেকে মুক্ত হ'তে হবে এবং অবশ্যই প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। প্রকৃত ক্ষমতায়ণ কিন্তু বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নয়, অন্তর্ভুক্তির মধ্যে নিহিত। এটি কোন লিঙ্গভিত্তিক লড়াই নয়। বরং, যখন আমরা পুরুষদের সঙ্গে একসাথে কাজ করি, একে অপরকে সমর্থন করি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সমান জায়গা ভাগ করে নিই, তখন আমরা আরও ন্যায়সঙ্গত, ভারসাম্যপূর্ণ এবং প্রগতিশীল ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করে চলি।

আসুন আমরা একে অপরকে উন্নত করি, আমাদের সামনে দেওয়ালের পরিবর্তে সেতু নির্মাণ করি, ভাগ করে নেবার আনন্দ এবং ঐক্যের শক্তির ওপরে বিশ্বাস রাখি। এই স্বীকৃতির জন্য এবং নারীদের কণ্ঠস্বর ও তাঁদের গল্পগুলিকে এত সুন্দরভাবে উদযাপন করে এমন একটি মঞ্চ তৈরি করার জন্য আভা সার্জি সেন্টারকে আবারও ধন্যবাদ।

টুম্পা দাস
পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা শ্মশানবন্ধু

আজ সন্ধ্যায় এখানে এসে 'আভা সার্জি সেন্টার প্রেজেন্টস অন্যতমা - অন্য নারীর গল্প' পুরস্কার গ্রহণ করতে পেরে আমি সত্যিই ভীষণ আনন্দিত এবং গর্বিত। এই মুহূর্তটি আমার কাছে ভীষণ বার্তাবহ, কেবল পুরস্কারের কারণেই নয়, বরং অনেক অসাধারণ মানুষের সঙ্গে এখানে এসে দেখা করার সুযোগ পেয়েছি বলেও। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি আগে কেবল টেলিভিশনে দেখেছি, আজ তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করা - সত্যিই আনন্দের ছিল। সবার কাছ থেকে যে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা পেয়েছি তা সত্যিই আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।

যখন আমি পুরস্কার গ্রহণ করতে গেলাম, তখন আমার বাবার কথা মনে পড়ল। আজ যদি তিনি এখানে থাকতেন, আমি জানি আমার চেয়েও তিনি অনেক বেশি খুশি হতেন। তাঁর অনুপস্থিতি এমন একটা বিষয়, যেটা আমি সেই মুহূর্তে গভীরভাবে অনুভব করেছি। আনন্দ, উদযাপন, স্বীকৃতি - বাকি সবকিছুই এখানে ছিল। কিন্তু আজ তাঁর অনুপস্থিতি আমার হৃদয়ে একটি নীরব জায়গা অধিকার করে নিয়েছে।

তবুও, এই পুরস্কারের জন্য আমি অভিভূত, এখানে যে অনুপ্রেরণাদায়ক মানুষদের সঙ্গে দেখা হল এবং নারীদের গল্পকে সম্মান ও উদযাপন করে আয়োজিত এমন একটি অনুষ্ঠানের অংশ হওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।

এই অবিস্মরণীয় সম্মানের জন্য, আভা সার্জি সেন্টার-কে ধন্যবাদ।

শ্রীমতি প্রতিমা পোদ্দার
পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা বাস চালক

'অন্যতমা' পুরস্কার অনুষ্ঠানটি আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এটি কেবল একটি অনুষ্ঠান ছিল না, আমরা কতদূর এগিয়ে এসেছি এটি তারই একটি শক্তিশালী দিকদর্শক ছিল। একসময় যে জায়গাটি আমাদের মতো মানুষের নাগালের বাইরে মনে হত, আজ সেটি লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে কথা বলার একটি মঞ্চে পরিণত হয়েছে। বার্তাটি সহজ ছিল কিন্তু গভীর, লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিরই তাঁদের স্বপ্ন পূরণের ক্ষমতা রয়েছে। এক্ষেত্রে কোনও বৈষম্য থাকা উচিত নয়। যদি কারও ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকে, তবে তাঁরা যে কোনো বাধা অতিক্রম করতে পারে।

আমরা যেমন ভালোবাসা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের সন্তানদের যত্ন নিই, তেমনি আমরা আমাদের জীবনের দায়িত্বও নিজেরাই নিতে পারি। আমার কাছে এর অর্থ ছিল কলকাতার রাস্তায় বাস চালানো শেখা। বিয়ের পর ১২ বছর ধরে আমি গৃহবধূ ছিলাম, দুই সন্তানকে লালন-পালনও করেছি। কিন্তু যখন আমার স্বামীর দুর্ঘটনা ঘটে, সেসময় রাতারাতি আমাদের জীবনটা বদলে যায়। সেই কঠিন সময়ে গাড়ি চালানো শেখা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজগুলির মধ্যে একটি এবং আমি তা করতে পেরেছি।

আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলছি, যদি আমি একজন সাধারণ গৃহবধূ হয়েও একজন বাসচালক হ'তে পারি, তবে অন্যান্য লক্ষ লক্ষ মেয়েও পারবে। এজন্য তাঁদের যা করতে হবে তা হল প্রথমে পদক্ষেপ নেওয়া এবং গাড়িতে বসে স্টিয়ারিং হুইলকে স্পর্শ করা। সাহসের সেই একটি পদক্ষেপের মধ্যে দিয়েই, তাঁরা মনের ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে এবং তাঁদের বাসযাত্রার নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নিতে পারে।

'আভা সার্জি সেন্টার প্রেজেন্টস অন্যতমা - অন্য নারীর গল্প'কে ধন্যবাদ আমাকে সম্মানিত করার জন্য এবং এমন একটি মঞ্চ তৈরি করার জন্য যা সত্যিকার অর্থে নারীর ক্ষমতায়ণ করে।

সেলিব্রিটিদের বক্তব্য

‘অন্যতমা ২০২৫’ পুরস্কার আক্ষরিকভাবেই একটি অর্থবহ উদ্যোগ। আমার সবসময়ের ইচ্ছে, সমাজে নারীরা তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি লাভ করুক এবং তাঁদের অসাধারণ কৃতিত্ব উদযাপনের জন্য একটি মঞ্চ তৈরি হোক। আমি সকল পুরস্কার প্রাপকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, তাঁদের এই অভিযাত্রা সত্যিই অনুপ্রেরণা দেয়। তাঁরা এটা প্রমাণ করেছে, নারীরা প্রতিটি প্রতিযোগিতার ঊর্ধ্বে উঠে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারে। আমি এই শক্তিশালী উদ্যোগের গভীর প্রশংসা করি এবং আগামিতে এই শক্তি, প্রাণোচ্ছলতা ও উৎকর্ষতার আরও অনেক উদযাপনের জন্য আন্তরিকভাবে অপেক্ষা করি।

শ্রীমতি নন্দিতা রায়
বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা

পদ্মভূষণ
শ্রীমতি উষা উত্থুপ
প্রখ্যাত গায়িকা

আভা সার্জি সেন্টার-এর দেওয়া ‘অন্যতমা পুরস্কার ২০২৫’টি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী এবং আবেগপূর্ণ উদ্যোগ। এ পুরস্কারের উদ্যোগ থেকে এই বার্তাই আরও শক্তিশালী হয়, আজকের নারীরা যে কোন কিছু করতে সক্ষম, এমন কি এর থেকে আরও আরও অনেক ভালো কিছু। আমি মনে করি, আজকের নারীরা এখনও যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন তা দূর করার জন্য নারী ও পুরুষ উভয়ই একসঙ্গে কাজ করবে।

আমার মতে, আজকে আইভিএফ যেভাবে এতো মহিলাকে তাঁদের প্রিয় সন্তানের জন্ম দিতে এবং তাঁদেরকে মাতৃত্বের আস্বাদ দিতে সক্ষম, এটি তার জন্য অসাধারণ উদযাপন। আমি মনে করি, ডা. বি.কে. মিত্র এবং ডা. কে. মিত্রের মতো চিকিৎসকরা নারীত্বের উদযাপনের জন্য এই প্রশংসনীয় কাজগুলি করে চলেছেন। আগামিতে, আমি আভা সার্জি সেন্টারের এমত মহান কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে চাই।

অক্লান্ত নিষ্ঠা এবং সহানুভূতির মধ্যে দিয়ে গত ৩০ বছর ধরে, আভা সার্জি সেন্টার বহু নারীর কাছে মাতৃত্বের মর্মবাণী তুলে ধরেছে। যারা সেই সুখ থেকে বঞ্চিত ছিলেন তাঁরাও আজ আভা সার্জি সেন্টারে এসে নতুন আশা খুঁজে পেয়েছেন। অতএব, উল্লেখযোগ্য ৩০টি বছর পূর্ণ করার জন্য আভা সার্জি সেন্টারকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং গভীর ভালোবাসা। এখনও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে এবং অজস্র মানুষের মুখে আরও অনেক হাসি ফোটাতে হবে। ‘অন্যতমা’ এমন নারীদের কথাই বলে যারা এককথায় অতুলনীয়, যদিও বিশ্বের মানদণ্ডে সাধারণ, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিজেদের অসাধারণত্ব প্রমাণ করেছেন।

শ্রীমতি গার্গী রায়চৌধুরী
বিশিষ্ট অভিনেত্রী

> “সীমার মাঝে অসীম তুমি, মোদের চোখে নিরুপমা মাটির গভীর শিকড় তোমার, তাই তো তুমি অন্যতমা।”

প্রেজেন্টারদের বক্তব্য

সিস্টার নির্মলা
অধ্যক্ষ, লরেটো কলেজ

আজ সন্ধ্যায় এখানে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। এইরকম একটি অনুষ্ঠানের অংশ হতে পারা আমার কাছে সত্যিই সৌভাগ্যের। প্রথমত, আভা সার্জি সেন্টারকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন, দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে অসাধারণ এই সেবা প্রদানের জন্য। সমাজে তাঁদের অবদান - বিশেষ করে আইভিএফের মাধ্যমে ১০,০০০ শিশুর জন্মদান -- সত্যিই প্রশংসনীয় এক উদ্যোগ এবং কেবল বাংলাতেই নয়, প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও এর গভীর প্রভাব রয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় আমি নিজে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত বোধ করছি। এই উদ্যোগ একই সঙ্গে আমাকে নারী ও মায়ের মধ্যে থাকা অপরিসীম শক্তির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে - তাঁরা জীবন দান করেন এবং ভবিষ্যৎ গঠন করেন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের চারজন অনুকরণীয় নারীকে সম্মান জানাবার এই ভাবনাটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং উৎসাহব্যঞ্জক। নারীত্বের প্রতি এ এক সুন্দর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সমস্ত অখ্যাত বীরদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি, বহু নারী আছেন যারা তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও অচেনা থেকে যান, এই স্বীকৃতি সবার কাছে একইভাবে নাও আসতে পারে, কিন্তু এতে আপনারা হতাশ হবেন না! বরং কাজ চালিয়ে যান। প্রায়শই এটি আত্ম-অনুপ্রেরণা, আত্ম-কথন এবং নিজের প্রতি যত্নের বিষয় হয়ে ওঠে। নারী হিসেবে, সকলের জন্য কাজ করে যাওয়া যেন আমাদের শর্তের মধ্যে পরে, তবে মাঝেমধ্যে একটু বিরতি নিয়ে নিজেদের যত্ন নেওয়াও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অতএব, আজকে সমস্ত সম্মানিতদের জন্য আমার বলার, পৃথিবী যদি তোমাকে এখনও না দেখে, তবুও উজ্জ্বল হয়ে থাকো। তোমার কাজ, তোমার উপস্থিতি, তোমার নিষ্ঠা গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীমতি অপালা দত্ত
অধ্যক্ষ, বিড়লা ভারতী স্কুল

আমরা প্রায়শই যে লিঙ্গ সংবেদনশীলতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলি, সেটা আজ দেখতে পেলাম। কিন্তু এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে নারীদের একত্রিত করা হয় এবং সম্মানিত করা হয় দেখে মনে হল, বাস্তবে সত্যিকারের নারীর ক্ষমতায়ণ ঠিক যেন এমনই হয়।

সম্মানিতদের তালিকাটি এখানে যখন দেখলাম, আমার মন তখন গর্বে ভরে গেল। এই অসাধারণ নারীদের মঞ্চে উঠে, দাঁড়িয়ে অভিবাদন গ্রহণ করতে দেখা - কেবল তাঁদের কৃতিত্বের উদযাপনই নয়, বরং আমাদের সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার দিকে এটি একটি অর্থবহ পদক্ষেপ। স্বীকৃতি এবং সম্মান প্রদানের মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ব্যবধান কমানোর একটি সার্বিক সুন্দর প্রচেষ্টা।

'অন্যতমা' উদ্যোগটি খুব পবিত্র এবং এটি প্রতি বছর আরও শক্তিশালী হয়ে বেড়ে ওঠা উচিত। আভা সার্জি সেন্টার এবং প্রজনন উর্বরতা সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা ও এ সম্পর্কে জানা সমানভাবে জ্ঞানগর্ভ ছিল। এই আলোচনাগুলি ভীষণ অপরিহার্য এবং এগুলির আরও প্রচারের প্রয়োজন। আগামীতে প্রবহমান সাফল্য এবং উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য আমি এই দলের সকলকে শুভকামনা জানাই।

শ্রীমতি মানবী বন্দোপাধ্যায়
ভারতের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার, কলেজের অধ্যক্ষ

আপনাদের ধন্যবাদ, আমি খুব ভালো আছি। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের উন্নয়নের জন্য আমরা যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার সঙ্গে আভা সার্জি সেন্টারের এই 'অন্যতমা' সম্মাননা উপস্থাপনের ভাবনা গভীরভাবে মিলে যায়। আজও এমন অনেক নারী আছেন, যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যারা তাঁদের প্রাপ্য শিক্ষার সুযোগটুকু পর্যন্ত পাননি। স্ব-ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগ তাঁদের এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আভা সার্জি সেন্টারের এই উদ্যোগটি সত্যিই প্রশংসনীয়। এই কেন্দ্রটি পৃথিবীতে ১০,০০০ নতুন জীবন এনে দিয়েছে; এটি একটি অসামান্য অর্জন। আমাকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে যে বিষয়টি, তা হল এই যাত্রাপথ কীভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সমগ্র বৃত্তকে ধারণ করে। এটি সমাজে নারীর সুগভীর সম্পর্ক এবং অপরিহার্য ভূমিকার প্রতীক হয়ে ওঠে। বর্তমান সময়ের আধুনিক ব্যাখ্যায় যেখানে একসময় কিছু ভূমিকা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু আজ, নারীরা যথাযথভাবে তাঁদের মর্যাদাপূর্ণ স্থান পুনরুদ্ধার করছে।

আভা'র কাজ কেবলমাত্র চিকিৎসাই নয়, বরং এটি প্রতীকী। আমি বলবো, নারীরা কীভাবে জীবন দান করে বা প্রতিপালন করে এবং কীভাবে তাঁরা সামাজিক আখ্যানগুলিকে পুনর্গঠন করে, এটি তার একটি প্রতিফলন মাত্র। আমি নিশ্চিত যে আগামিতে আভা সার্জি সেন্টার এই ধরনের অবিশ্বাস্য কাজ চালিয়ে যাবে এবং আমাদের সকলকে আরও বিভিন্নভাবে গর্বিত করবে।

যে নারীরা এখনও স্বীকৃতি পাননি, যারা এখনও বাইরে আছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, আমি তাঁদের জন্য বলতে চাই, পুরস্কার এবং জনসাধারণের স্বীকৃতি আপনার দীর্ঘ যাত্রার একটি অংশ মাত্র। কোন পুরস্কার গ্রহণ উদযাপনের মুহূর্তটি, একদিনের জন্য একটি কার্নিভালের মতো। কিন্তু আসল এবং সবচেয়ে অর্থপূর্ণ পুরস্কারটি হল আত্মতৃপ্তি। যখন কেউ নিজের অন্তরের দিকে তাকাতে পারে এবং নিজের কাজের দ্বারা পরিপূর্ণ বোধ করতে পারে, তখন সেটাই তাঁর সর্বোচ্চ পুরস্কার।

গীতা যেমন বলে,'কর্ম তোমার অধিকার, তার ফল নয়।' অতএব, কাজ করে যাও এবং নিজের ভেতর থেকে পরিপূর্ণতাকে আসতে দাও।

অতিথিদের বক্তব্য

ডা. সুদেষ্ণা হাজারী

অখ্যাত বীরাঙ্গনাদের কৃতিত্ব উদযাপনে একটি অনন্য উদ্যোগ এই 'অন্যতমা পুরস্কার ২০২৫'। এই মঞ্চে পুরস্কারপ্রাপ্তরা ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব, এঁরা সাধারণের থেকে আলাদা। আজকের এই অনবদ্য কর্মসূচি এবং এমন অসাধারণ উদযাপনের জন্য আভা সার্জি সেন্টারকে আমার অভিনন্দন। এই অনুষ্ঠানটি আমার হৃদয়ের কাছাকাছি থাকার আরেকটি কারণ, এটি চিকিৎসক সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত। প্রতি ক্ষেত্রেই সুপরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত নারীরা সাধারণত পুরস্কারপ্রাপ্ত হন, এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু যখন একেবারে তৃণমূল স্তরের অত্যন্ত নম্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুবিধা থেকে দূরে থাকা অংশের মহিলারা এই অন্যতমা' র মত মঞ্চে পুরস্কৃত হন, তখন সত্যিই সেই বার্তাটি বেশ প্রত্যয়ী এবং স্পষ্ট হয় – এতে করে প্রতিটি মহিলা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন এবং আন্তরিক হয়ে উঠতে পারেন। পরামর্শ হিসেবে বলব, আপনার পারিবারিক পটভূমিতে নবীন মহিলাদের প্রতি শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে মূল্য দিতে শিখুন। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে যখন আপনি এই দু' টি বিষয় অর্জন করতে পারবেন, কেবল সেই সময় আপনি ব্যাপকভাবে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠবেন এবং সামগ্রিকভাবে সমাজও এগিয়ে যাবে।

অনুশ্রী মুখার্জি

আমি এই ধরণের অসাধারণ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করি, কারণ বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সম্মানিত করা বা পুরস্কার দেওয়া নৈমিত্তিক ব্যাপার, কিন্তু যাদের নাম পর্যন্ত শোনা যায় না, তাঁদের সম্মান জানানো, তাঁদের কৃতিত্বকে আবিষ্কার করা একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় বিষয়। এই অনুষ্ঠানের দর্শকদের একটি অংশ হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত এবং এর সবচেয়ে ভালো দিক হল, আমি এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এদের অনুপ্রেরণামূলক কথাগুলি শুনতে পেরেছি।

নিজেদের আবেগকে অনুসরণ করে এবং তাঁদের পরিবার ও সমাজকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এমন চার কৃতি মহিলার স্বীকৃতিকে কেন্দ্র করে এই 'অন্যতমা পুরস্কার ২০২৫'-এর আয়োজন সত্যি অনুপ্রেরণামূলক। যাদের কাজ হয়তো সমাজের শীর্ষে স্থান পায় না অথচ তাঁদের প্রতিটি অবদানই অপরিসীম গুরুত্বের দাবি রাখে, এমন কৃতি মহিলাদের এইভাবে সম্মান জানাবার বিষয়টি বিস্ময়কর! সময়ের সঙ্গেই এই 'অন্যতমা'-কে আরও অনেক বড় এবং বৃহত্তর সংস্করণ হিসেবে দেখতে পাবো, এটা আমি নিশ্চিত।

ডা. বাসুদেব মুখার্জি

দৈনন্দিন জীবনে নারীদের কৃতিত্ব উদযাপন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের কথা প্রায়শই অজানা থেকে যায়। অথচ, তাঁদের এই কঠোর পরিশ্রমের কাহিনীগুলি প্রায়শই অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার কারণ হয়। অতএব, শুরুতেই একজন নারীর সাফল্যের জন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে এবং পুরুষদেরও, নারী ও তাঁদের কৃতিত্বকে সমর্থন এবং সম্মান করতে হবে।

লুনা চ্যাটার্জী

এমন একটি সুচিন্তিত এবং নারীর ক্ষমতায়ণমূলক উদ্যোগের সূচনা করার জন্য ধন্যবাদ আভা সার্জি সেন্টারকে। এই মঞ্চটি কেবল ব্যতিক্রমী নারীদের কৃতিত্ব উদযাপনের জন্যেই নয় বরং আরও অনেকের জন্য প্রেরণার একটি শক্তিশালী উৎস হিসেবেও কাজ করবে। এই উদ্যোগ অসংখ্য নারীকে তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে, মনোযোগী হয়ে উঠতে এবং চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে অধ্যবসায় করতে অনুপ্রাণিত করবে। জীবনের সকল স্তরের নারীদের জন্য শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং স্বীকৃতি বৃদ্ধির দিকে এটি একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

রুম্পা দাস

ফটো গ্যালারি

আভা সার্জি সেন্টারের উদ্যোগে
অন্যতমা
অন্য নারীর গল্প

আভা সার্জি সেন্টারের উদ্যোগে
অন্যতমা
অন্য নারীর গল্প

PUMA

30 Years abha
IVF & Gynaecological Expert

BLOSSOM
NEWSLETTER
JULY, 2025

মিডিয়ায় আভা

30 Years abha
IVF & Gynaecological Expert

BLOSSOM
NEWSLETTER
JULY, 2025

4 THURSDAY, MAY 1, 2025 CALCUTTA TIMES THE TIMES OF INDIA VARIETY

Award ceremony celebrates spirit of women

Our initiative honours the achievements of women whose stories inspire others
— Dr Konkon Das Mitra, director and chief embryologist, Abha Surgy Centre

ক্যালকাটা টাইমস, দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া

ছকভাঙা 'অন্যতমা'রা সংবর্ধিত

আজকাল

Spotlight on women achievers in diverse fields

STATESMAN NEWS SERVICE
KOLKATA, 28 APRIL

Abha Surgy Centre, a leading IVF and Gynaecology centre of Eastern India, as a part of their 30th anniversary hosted the first edition of Abha Surgy Centre Presents Anyatama - Anya Naarir Golpo award to honour the outstanding accomplishments of four exceptional women from diverse fields. Ms Chandrima Bhattacharya, minister of state for health & family welfare, land & land reforms, refugee & rehabilitation graced the occasion as the chief guest and conferred the award to one of the winners.

In a momentous celebration of courage and trailblazing spirit, four exceptional women were honoured for their groundbreaking contributions in their respective fields. The esteemed winners of the inaugural edition of Abha Surgy Centre Presents Anyatama - Anya Naarir Golpo award were Pratima Poddar, Tumpa Das, Taniya Sanyal & Debjani Mookherjee. Each of the winners were handed over a trophy, a certificate and a cash prize of Rs 50,000.

"At Abha Surgy Centre, we come across various women and most of them have a captivating story to tell and their zest towards life, overcoming various obstacles, are remarkable. So, as a part of our 30th anniversary celebrations, we thought of honouring unsung women achievers, who, with their determination, have created a difference in society. We are thus extremely proud to start an annual award to honour the outstanding accomplishments of four women across various walks of life. Each of these women achievers, who we have the privilege of honouring, have an inspiring and fascinating journey and through their work have left an indelible mark in the society", said Dr Bani Kumar Mitra, founder & chief consultant, Abha Surgy Centre.

As a fitting tribute to these women achievers, there was a live performance by Padma Bhushan Ms Usha Uthup after the award ceremony. The entire event was hosted by renowned actress, Ms Gargee Roy Chowdhury, who also is the face of Abha Surgy Centre in their latest advertising campaign, which was launched this evening amidst much fanfare.

দ্য স্টেটসম্যান

৬ | খবর ৩৬৫ দিন | সোমবার ২৮ এপ্রিল ২০২৫

আভা সার্জি সেন্টারের উদ্যোগ
ব্যতিক্রমীদের সম্মান

খবর ৩৬৫ দিন

आभा सर्जरी सेंटर ने महिला अचीवर्स को किया सम्मानित

कोलकाता, 2 मई (नि.प्र.)। पूर्वी भारत के एक प्रमुख आईवीएफ और स्त्री रोग केंद्र, आभा सर्जी सेंटर ने अपनी 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर विविध क्षेत्रों की चार असाधारण महिलाओं की उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए आभा सर्जी सेंटर प्रेजेंट्स अन्यातामा अन्या नारीर गोल्पो पुरस्कार के पहले संस्करण की मेजबानी की। पश्चिम बंगाल सरकार की माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भूमि एवं भूमि सुधार, शरणार्थी एवं पुनर्वास राज्य मंत्री सुश्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई और विजेताओं में से एक को पुरस्कार प्रदान किया। साहस और अग्रणी भावना के एक महत्वपूर्ण समारोह में, चार असाधारण महिलाओं को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आभा शल्य चिकित्सा केंद्र द्वारा प्रस्तुत अन्यातामा अन्या नायर गोल्पो पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण के सम्मानित विजेता सुश्री प्रतिमा पोद्दार, सुश्री टुम्पा दास, सुश्री तान्या सान्याल और सुश्री देबजानी मुखर्जी थीं। प्रत्येक विजेता को एक ट्रॉफी, एक प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। आभा सर्जी सेंटर में हम कई महिलाओं से मिलते हैं और उनमें से ज्यादातर के पास बताने के लिए एक दिलचस्प कहानी होती है और जीवन के प्रति उनका उत्साह, विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए, उल्लेखनीय होता है। इसलिए, हमारी 30वीं वर्षगांठ के जश्न के एक हिस्से के रूप में, हमने उन गुमनाम महिला उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित करने के बारे में सोचा, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ समाज में एक बदलाव लाया है। इसलिए हमें एक वार्षिक पुरस्कार शुरू करने पर बेहद गर्व है, आभा सर्जी सेंटर प्रस्तुत करता है अन्यातामा अन्या नारीर गोल्पो, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चार महिलाओं की उत्कृष्ट उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए। आभा सर्जी सेंटर की संस्थापक और मुख्य सलाहकार डॉ बानी कुमार मित्रा ने कहा। इन सभी महिला उपलब्धि हासिल करने वालों, जिन्हें सम्मानित करने का हमें सौभाग्य मिला है, का एक प्रेरणादायक और आकर्षक सफर रहा है और अपने काम के माध्यम से उन्होंने समाज में एक अमिट छाप छोड़ी है।

দৈনিক বিশ্বামিত্র

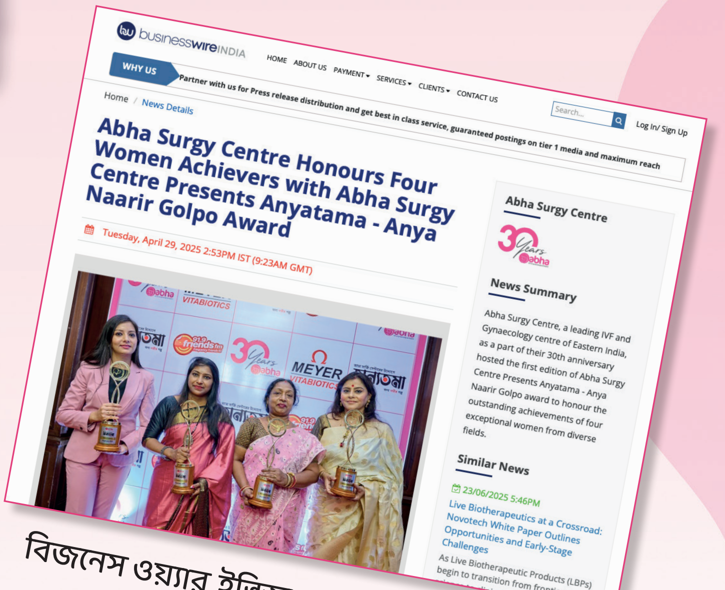
businesswire INDIA

Home > News Details

Abha Surgy Centre Honours Four Women Achievers with Abha Surgy Centre Presents Anyatama - Anya Naarir Golpo Award

Tuesday, April 29, 2025 2:53PM IST (9:23AM GMT)

News Summary

Abha Surgy Centre, a leading IVF and Gynaecology centre of Eastern India, as a part of their 30th anniversary hosted the first edition of Abha Surgy Centre Presents Anyatama - Anya Naarir Golpo award to honour the outstanding achievements of four exceptional women from diverse fields.

বিজনেস ওয়্যার ইন্ডিয়া

PTI PRESS TRUST OF INDIA
India's premier news agency

General,Medical and Health Care

Abha Surgy Centre Honours Four Women Achievers with Abha Surgy Centre Presents Anyatama - Anya Naarir Golpo Award

Tuesday, Apr 29, 2025 15:04:35 | Abha Surgy Centre

Kolkata, West Bengal, India – Business Wire India

- Ms Chandrima Bhattacharya, Hon'ble Minister of State for Health & Family Welfare, Land & Land Reforms, Refugee & Rehabilitation of the Government of West Bengal Graced The Occasion
- Padma Bhushan Ms Usha Uthup Performed At The Inaugural Edition Of The Award
- Popular Actress, Ms Gargee Roy Chowdhury Presented The Award Show

Abha Surgy Centre, a leading IVF and Gynaecology centre of Eastern India, as a part of their 30th anniversary hosted the first edition of Abha Surgy Centre Presents Anyatama - Anya Naarir Golpo award to honour the outstanding achievements of four exceptional women

প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া